গণিতপরিক্রমা ২৫শ খণ্ড ২০১৫ পৃ. ২৯-৩০

এসএসসি পরীক্ষায় গণিতের ফল বিপর্যয়

মো. আকতার উজ জামান

কার্যনির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ গণিত সমিতি ও
ভাইস-চেয়ারম্যান, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়াশুনার সময় অংক কষাতে খুবই উৎসাহিত হতাম। আমার পিতা একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন বলে তার কাছ থেকে বিশেষ করে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে গণিত পড়ালেখায় যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। সেই সুবাদে এইচএসসি পরীক্ষায় ৪র্থ বিষয় বায়োলজি সহ গণিত, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞানে লেটার মাকস নিয়ে ১ম বিভাগে উত্তাণ হই। বুয়েটে ভর্তির জন্য আবেদন করি। কিন্তু ভর্তির সুযোগ হয়নি। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম এবং ওই বিভাগ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করলাম। এক সময় গণিত ডিগ্রীধারিরা শিক্ষকতা পেশায় জড়িত থাকতেন এবং আমি হয়েছি উল্টো পথের পথিক। যেমন বাংলাদেশ আনসার, প্রতিরক্ষা বাহিনী, সমাজকল্যাণ মূলক কর্মকাণ্ড, রাজনীতি, মসজিদ উন্নয়নসহ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে জড়িত। আমার জানা মতে এখনও পর্যন্ত আমার কর্মময় জীবনে খুবই কম গণিতবিদকে বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী দেখেছি। এটাও মানতে হবে গণিতবিদরা যদি গণিত বিষয়ের জন্য জ্ঞানদান ও আহরণ করতে চান অন্য কোন কিছুতে জড়িয়ে থেকে তবে গণিতের হিসাব-নিকাশ মিলবে না।

আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক বিশিষ্ট গণিতবিদ খোদাদাদ খান স্যারের প্রস্তাবে প্রায় দুই যুগ পূর্বে বাংলাদেশ গণিত সমিতির সদস্য পদ গ্রহণ করি এবং সে বছরই কার্যনির্বাহী সদস্য হিসাবে মনোনীত হই। শিক্ষকতা পেশায় না থেকে আমি একমাত্র কার্যনিবাহী সদস্য। আমার মনে হচ্ছে আমার অতি প্রিয় শিক্ষক খোদাদাদ খান স্যার খুবই কাছে থেকে আমাকে দেখেছেন। একজন ছাত্র সংগঠক হিসেবে স্যারের সর্বদা সুনজরে ছিলাম। গণিত পরিক্রমা, গণিত এলামনাই এসোসিয়েশন, গণিত বুলেটিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট, শহাদুল্লাহ হল এলামনাই এসোসিয়েশনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমি নিজেকে নিয়ে যখন চিন্তা করি তখন আমার ভাবতে অবাক লাগে কিভাবে আমি আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ১৮টি পদ নিয়ে সমাজকে ও দেশকে উপহার দিতে পারছি।

সেদিন পত্রিকায় এক সাংবাদিক আমার জন্মদিন উপলক্ষে লিখেছেন, যে সকল সংস্থার সাথে আমি জড়িত তাও সম্পূর্ণ নয়, আংশিক ছাপানো হয়েছে। সেটা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে হঠাৎ বিচলিত হয়ে পড়ি কিভাবে আমি এত সংগঠনে জড়িত হয়ে গেলাম। যাইহোক এটাও উপরওয়ালার ইচ্ছা। সম্মানের মালিক আল্লাহ, অসম্মানের মালিকও

আল্লাহ। একটা কথা আমাকে প্রায় স্মরণ করিয়ে দেয়, সমাজসেবা উত্তম সেবা (আল-হাদিস)। লিখতে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলাম। আসছি আমাদের মূল কথায়।

আমি যখন পত্রিকায় দেখলাম এসএসসি গণিত ২০১৫ ফল বিপর্যয় তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম ঢাকা শহরস্থ কিছু স্কুল পর্যায়ে গণিত শিক্ষকের সাথে আলোচনা করার জন্য। আলোচনাসহ করণীয় কি তা তুলে ধরা হলো–

১. গণিত সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য ভীতিকর বিষয়।

২. পাঠ্যসূচির পরিধি অনেক বড়। সাধারণ গণিত ও উচ্চতর গণিত দুই বিষয়ের জন্য গণিতের অংক (সমস্যা) পূর্বের বইয়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

৩. সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন হওয়ার কারণে পূর্বেই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষাভীতি কাজ করে।

৪. সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন হওয়াতে পাঠ্যবইয়ের কোন প্রশ্ন হুবুহু আসবে না বলে পরীক্ষার্থীদের বই অনুশীলন না করা।

৫. উচ্চতর গণিত বিষয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন $y = 2^x$ লেখচিত্র অংকন। অনট ফাংশন এই লেভেলের শিক্ষার্থীদের জন্য দুরুহ।

৬. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের তুলনায় কম সময় দেওয়া।

৭. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় খসড়া কাগজ সরবরাহ না করা।

৮. গণিত বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জন্য ভীতিকর বিষয়। তার উপর সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরিতে নতুন পরিস্থিতি বিবেচনা করা, দুবোধ্য ভাষা প্রয়োগ করা, যা শিক্ষার্থীদের বুঝতেই অনেক সময় লেগে যায় অথবা শিক্ষার্থীরা একেবারেই বুঝতে পারে না।

৯. নতুন বই প্রকাশিত হওয়ার পর শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করা।

১০. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব।